গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

স্থায়ী আদেশ নং- ০১/২০১৪ তারিখ: ২৮/ ০৮/২০১৪

বিষয়ঃ **ঢাকা ইপিজেড পূর্ব বিভাগ, ঢাকা ইপিজেড পশ্চিম বিভাগ ও আদমজী ইপিজেড বিভাগ এর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ড় স্থায়ী আদেশ।**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রজ্ঞাপন নং- ৪০/ডি/কাস/৭২, তারিখ: ০৯.০৯.১৯৭২ এর আওতায় সাভার উপজেলাকে ওয়্যার হাউজিং স্টেশন ঘোষণা করে ঢাকা ইপিজেড এলাকাকে পর্যায়ক্রমে ঢাকা কাস্টম হাউস, ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট ও সর্বশেষ ০১.০১.২০০০ তারিখ হতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার উপর ন্যস্ড় করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন আদেশ দ্বারা ইপিজেডসমূহের কাস্টমস সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরিপূর্ণ স্থায়ী আদেশ জারী হয়নি। ইতোমধ্যে ডিইপিজেড ছাড়াও আদমজী ইপিজেড সৃষ্টি হয়েছে এবং ডিইপিজেডকে দু'ভাগ করে ডিইপিজেড পূর্ব বিভাগ ও ডিইপিজেড পশ্চিম বিভাগ নামে দুটি প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভাবে বিভক্ত তিনটি ইপিজেড বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি স্থায়ী আদেশ জারীর প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ইপিজেড সংক্রান্ড় ইতোপূর্বে এ দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সকল আদেশ বাতিলপূর্বক এ স্থায়ী আদেশ জারী করা হলো :

১। **লাইসেন্স**।-

(ক) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (বেপজা) প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শুধুমাত্র মেশিনারীজ ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানির জন্য সাময়িক বন্ড রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করা যাবে। সাময়িক বন্ড রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে-

(অ) ০১(এক) বৎসর সময়ের মধ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ ও সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা ও আদেশ এর ভিত্তিতে নতুন ফরমেটে চূড়ান্ড় বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(আ) ০১ (এক) বছর সময়ের মধ্যে চুড়ান্ড় লাইসেন্স গ্রহণে ব্যর্থ হলে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে এ সময়সীমা আরও ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ড় বর্ধিত করা যাবে।

(ই) বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে কমিশনার উক্ত সময় সীমা বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ ও সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা ও আদেশ অনুসরণ করতে হবে।

২। **জেনারেল বন্ড সম্পাদন** ।-

The Customs Act, 1969 এর ধারা ৮৬ অনুযায়ী জেনারেল বন্ড সম্পাদন করতে হবে। লাইসেন্স প্রাপ্তির পর লাইসেন্সি শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কাঁচামাল আমদানি, গুদামজাতকরণ, ব্যবহার ও রপ্তানি করতে পারবেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড প্রথা বাতিল করায় বর্তমানে রিস্ক বন্ড ও ডিউটি বন্ড এর আওতায় পণ্য আমদানির সুযোগ নেই। তাই নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে জেনারেল বন্ড সম্পাদন করতে হবে ঃ

২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লাইসেন্সিং বিধিমালায় উলিণ্ঢখিত পরিমাণ অর্থের বন্ড যাতে পরিচালকগণের স্বাক্ষর লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত থাকবে। এরূপ বন্ডসহ আবেদন প্রাপ্তির পর নথি পর্যালোচনাপূর্বক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন থাকলে ০১ (এক) বছরের জন্য জেনারেল বন্ড এবং সরাসরি রপ্তানিকারক (নীট, ওভেন ও সুয়েটার প্রস্তুতকারী) প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র সমূহে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ড সম্পাদন করা যাবে, যথা:-

(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম হালনাগাদ আছে ;

(খ) অডিট (Audit) সংক্রান্ড় সমুদয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু লোকবলের স্বল্পতার কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ অডিট (Audit) কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। অর্থাৎ সংশিণ্টষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অসহযোগিতা ছিল না এরূপ ক্ষেত্রে Audit দু' বছর বাকী থাকলে;

(গ) গত তিন বছরের মধ্যে দু'বছর অডিট (Audit) সম্পন্ন রয়েছে, কিন্তু অডিট (Audit) এর জন্য তৃতীয় বছরের সকল আনুষঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি;

(ঘ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের অডিট (Audit) দুই বছরের অধিক সময়ের জন্য অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং সমুদয় দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩(তিন) মাস সময়ের জন্য সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাবে । Audit এর জন্য সমুদয় দলিলাদি উক্ত ৩(তিন) মাসের মধ্যে জমা দেয়া না হলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারণ বন্ড বাতিল করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হলে আরও ২১(একুশ) দিনের জন্য সাময়িক জেনারেল বন্ড দেয়া হবে; এবং

(ঙ) আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য জেনারেল বন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নতুন জেনারেল বন্ডের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

৩। **ইন টু বন্ড ও এক্স বন্ড পদ্ধতি** ।-

ইন টু বন্ড পদ্ধতি:

আমদানি দলিলাদির সাথে মালামাল সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে এলসি, মাস্টার এলসি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি, বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট এর তথ্য সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে লাইসেন্সি ও বন্ড অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক ইন টু বন্ড করতে হবে।

এক্স বন্ড পদ্ধতি ।-

আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির সপক্ষে শিপিং বিল, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যায়িত কনজাম্পশন সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সহ অন্যান্য রপ্তানি সংশিণ্টষ্ট দলিলাদি যাচাইপূর্বক বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। লাইসেন্সি ও বন্ড অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক এক্স বন্ড সম্পন্ন করতে হবে।

৪। **অস্থায়ীভাবে উপকরণ ও কাঁচামালের আন্ড়বন্ড স্থানান্ড়র** ।-

(ক) একই ইপিজেডের মধ্যে অন্য প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্য ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানে অথবা স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় (Domestic Tariff Area) অবস্থিত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিকট সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কাঁচামাল ও উপকরণ স্থানান্ড়র করা যাবে।

(খ) কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ ও উৎপাদিতব্য পণ্য রপ্তানির সময়সীমা থাকলে নিম্নবের্ণিত দলিলাদি দাখিলের পর তদন্ড়সাপেক্ষে সংশিণ্টষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা অস্থায়ী আন্ড়বন্ড স্থানান্ড়রের অনুমোদন দিবেন ঃ

(i) কাঁচামাল সাময়িক স্থানান্ড়রিত হওয়ার কারণ উলেণ্টখ পূর্বক তার বিস্ড়রিত বিবরণ সম্বলিত আবেদনপত্র;

(ii) কাঁচামাল স্থানান্ড়র বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা বা কার্যাদেশ ;

(iii) স্থানান্ড়রতব্য বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংশিণ্টষ্ট কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার অনাপত্তি পত্র ;

(iv) বেপজার অনাপত্তিপত্র ;

(v) স্থানান্ড়রকারী বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল স্থানান্ড়রকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষতিসাধন হলে তার দায়দায়িত্ব বহনের লক্ষ্যে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা;

(vi) কাঁচামালের নমুনা এবং

(vii) স্থানান্ড্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণা, এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস।

৫। **স্থায়ী আন্ড্রবন্ড স্থানান্ড্র**।-

নিম্নবর্ণিত দলিলাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে স্থায়ী আন্ড্রবন্ড স্থানান্ড্রের অনুমোদন দিবেন ঃ

প্রয়োজনীয় দলিলাদি ঃ

i) আবেদন ;

ii) কাঁচামাল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানান্ড্রতব্য কাঁচামাল আমদানির দলিলাদি, যেমন ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালানের কপি, বি/ই, ইউডির কপি ;

iii) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র ;

iv) বেপজা এর অনাপত্তি পত্র ;

v) জেনারেল বন্ড এর কপি ;

vi) কাঁচামাল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস, ইউডি, ক্রয় আদেশের কপি, জেনারেল বন্ড এর কপি ইত্যাদি।

vii) স্থায়ী আন্ড্রবন্ড স্থানান্ড্রতব্য কাঁচামালের নমুনা ;

viii) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ;

ix) স্থানান্ড্রকালে পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব আন্ড্রবন্ড গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা/রিক্স বন্ড ।

শর্তাবলী ঃ

ক) যে কাস্টম হাউস/স্টেশনের মাধ্যমে স্থানান্ড্রতব্য কাঁচামাল আমদানি হয়েছে সে কাস্টম হাউস/স্টেশনে বা নিকটতম কাস্টম হাউসে রক্ষিত উভয় প্রতিষ্ঠানের পাশবইয়ে অথবা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে রক্ষিত বন্ড রেজিস্টারে উক্ত স্থানান্ড্রের তথ্য লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে ;

খ) স্থানান্ড্রতব্য পণ্য রপ্তানির সপক্ষে পিআরসি সংশিণ্টষ্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বন্ড কমিশনারেটের বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে ; এবং

গ) স্থানান্ড্রতব্য বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংশিণ্টষ্ট কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কাস্টমস্ কর্মকর্তার অনাপত্তি পত্র।

৬। **আমদানি-রপ্তানি শুল্কায়ন পদ্ধতি** ।-

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও-৮৮-আইন/৯৮/১৭৩৯/শুল্ক, তারিখ: ২৮.০৫.১৯৯৮ খ্রি: মোতাবেক ইপিজেড এ আমদানিকৃত পণ্যকে আরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর স্থায়ী আদেশ নং- ১৮/২০০৯/শুল্ক, তারিখ: ৩১.০৮.২০০৯ এবং সময়ে সময়ে জারীতব্য আদেশ এর মাধ্যমে নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পণ্য সমূহ স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় রপ্তানি করা যাবে।

আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা ঃ

১. ওভেন ডাইড এবং প্রিন্টেড কাপড়,	২. নিটেড ডাইড এবং প্রিন্টিড কাপড়,	৩. টেরি টাওয়েল, শপ টাওয়েল, সার্জিক্যাল টাওয়েল,
৪. সেলাই সূতা,	৫. সোয়েটারের ইয়ার্ণ,	৬. হ্যান্ড ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লাগেজ,
৭. লেবেল, পলিব্যাগ ও অন্যান্য গার্মেন্টস এক্সেসরিজ	৮. প্যাডিং ও কুইল্টিং মেটিরিয়াল,	৯. জিপার,

১০. কার্টন বক্স,	১১. স্পোর্টস জুতা, চামড়ার জুতা;	১২. ইলেকট্রনিক্স পণ্য,
১৩. ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য,	১৪. সার্কিট বোর্ড,	১৫. অডিও ভিডিও টেপস,
১৬. ইলেকট্রনিক্স ব্যালাষ্ট,	১৭ সফট ওয়্যার,	১৮. ফ্লপি ডিসকেট,
১৯. ফ্যান মটর,	২০. কৃত্রিম ফুল,	২১. প- াষ্টিক ব্যাগ,
২২. প্রিন্টেড জুট ব্যাগ, দড়ি;	২৩. ভিনাইল বেল্ট,	২৪. খেলনা,
২৫. চেয়ার, টেবিল, বাসকেট, ফোল্ডিং ও কমপ্যাক্ট চেয়ার,	২৬. প- াইউড,	২৭. এ্যালুমিনিয়াম ইনগট,
২৮. ফিসিং রিল ও গলপ স্যাফট	২৯. গাড়ীর ও অন্যান্য ধাতব যন্ত্রাংশ / যন্ত্রপাতি,	৩০. ধাতব পাইপ ফিটিংস,
৩১. ষ্টীল মেরিন চেইন,	৩২. সাইকেল,	৩৩. সাইকেলের যন্ত্রাংশ,
*৩৪. ডাই কাস্ট পার্টস;	৩৫. মেরিন/ইন্ডাষ্ট্রিয়াল মেকানিক্যাল পার্টস;	৩৬. প- াষ্টিক গ্রানুলস্;
৩৭. অপটিক্যাল ইনস্টুমেন্টের পার্টস;	৩৮. ক্রিষ্টাল ব- াংক;	৩৯. কোয়ার্টজ ক্রিষ্টাল;
৪০. হেংগার ও হেংগার একসেসরিজ এবং	৪১. গ- াভস্	৪২. স্টিল স্টান্ড/ফিটিং/ফরজিং প্রোডাক্টস
৪৩. সকল ধরনের এক্রালিক রেজিন, স্টাইরিন, ভিনাইল এক্রেইলিক, পিভিসি রেজিন	৪৪. প্রকৃতিক বার মেল লেটেক্স কনডম	৪৫. রাবার বেইজড প্রডাক্টস- অটোমোবাইল পার্টস, রাবার ম্যাটস/টাইলস, রাবার মেটার বন্ডেড পর্টস, এক্সেসরিজ
৪৬. কম্বল	৪৭. টেক্সটাইল কেমিক্যালস এন্ড আট্রিলরিজ	৪৮. ব্যাক লাইট বোর্ড
৪৯. মাল্টি লেড ল্যাম্প	৫০. ইমারটেক মাল্টি	৫১. এলসিডি হোল্ডার
৫২. এলইডি এ্যাসি	৫৩. এ্যামউন্ট ইনভিকেটর	৫৪. ড্যাক্স
৫৫. সিসেকশন বাটন	৫৬. কী বোর্ড	৫৭. পার্টস অব সিলেকশন বাটন
৫৮.পার্টস অব এ্যামউন্ট ইনডিকেটর	৫৯. পার্টস অব কী বোর্ড	৬০. পার্টস অব ভ্যাক্স
৬১. নাম্বার ডিসপেণ্ড	৬২. এলইডি ডিসপেণ্ড	৬৩. ফিটিং বোর্ড
৬৪. ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ	৬৫. সাটার প্রোফাইল	৬৬. স্প্রিং বক্স
৬৭. ক্যালকুলেটর	৬৮. স্টিপ বল	৬৯. ফ্লাট এন্ড ফ্ল্যাট স্ট্যান্ড
৭০. আয়রন বাম্পার	৭১. স্টিপ বাম্পার	৭২. রাবার বাম্পার
৭৩. লক এন্ড লক গাইড	৭৪. ক্যাপস	৭৫. হুক
৭৬. ক্লিপস	৭৭. এ্যালুমিনিয়াম ফলস	৭৮. মটর
৭৯. ফিক্সিং পেণ্টট	৮০. নাইলন স- াইডিং ব- ক	৮১. মাইক্রো পারফোরেটেড রোল
৮২. প্রোটেকশন বক্স	৮৩. রোলিং বক্স	৮৪. রোলিং শাটার
৮৫. টাইলস	৮৬. হেডওয়্যার এন্ড ক্যাপস এবং	৮৭. টেন্ড এন্ড এক্সেসরিজ

আমদানির পূর্বশর্ত

(ক) কেবলমাত্র উলিণ্টখিত পণ্যসামগ্রী আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে ;

(খ) আমদানীর জন্য 'বেপজার' অনুমোদন/ অনুমতি (IP) থাকতে হবে;

আমদানি রপ্তানি, আন্ড্রবন্ড-স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থানান্ড্র, নিলাম বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসআরও-৫৭/আইন/২০০০/১৮২১/শুল্ক, তারিখ: ২৩.০২.২০০০ এর মাধ্যমে জারীকৃত শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা ২০০০ অনুসরণ করতে হবে।

আমদানি (বিদেশী ও স্থানীয়) পর্যায়ে আবশ্যকীয় দলিলাদি :

i) বিল অব এন্ট্রি ;
ii) বেপজার আই,পি;
iii) এল,সি ;
iv) এল,সি,এ ;
v) ইনভয়েস ;
vi) প্যাকিং লিষ্ট ;
vii) বিল অব লেডিং ;
viii) বি,বি,এল,সি;
ix) ইউ, পি ;
x) মূসক নিবন্ধন পত্র ও
xi) অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি ।

রপ্তানি (বিদেশী ও স্থানীয়) পর্যায়ে আবশ্যকীয় দলিলাদি :

i) বিল অব এক্সপোর্ট ;
ii) বেপজার ইপি ;
iii) এল,সি ;
iv) এল,সি,এ ;
v) ইনভয়েস ;
vi) প্যাকিং লিষ্ট ;
vii) পাশ বই;
viii) ইএক্সপি ;
ix) ডেলিভারী চালান;
x) ইউডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
xi) অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি ।

৭। **ইপিজেড এলাকায় পণ্য আমদানি** ।-

The Customs (Export Processing Zone) Rules.1984 এর সংশি- ষ্ট বিধি/উপবিধি অনুযায়ী ইপিজেড এলাকায় বহিঃ বাংলাদেশ হতে অথবা স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হতে অথবা অন্য কোন ইপিজেড এলাকা হতে যে কোন পণ্য আমদানি করা যাবে।

(ক) যে কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টম হাউস দিয়ে বহিঃ বাংলাদেশ হতে অথবা স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হতে অথবা অন্য কোন ইপিজেড হতে পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করবে সে কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশনের তত্ত্বাবধানে পণ্য পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন পূর্বক ইপিজেড এলাকায় পণ্য আমদানি করা যাবে।

(খ) আইন ও সংশিণ্টষ্ট বিধির আলোকে প্রতিটি পণ্য চালান ইপিজেড এলাকায় আমদানির জন্য পণ্যের যাবতীয় বর্ণনা ও দলিলাদি চালান ভিত্তিক পৃথক বিল অব এন্ট্রি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) বন্ড লাইসেন্সে উলিণ্টখিত পণ্য ও পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যাবে। আমদানিকৃত পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বার্ষিক প্রাপ্যতা সীমা অতিক্রম করবে না । মেশিনের ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে বার্ষিক প্রাপ্যতা সীমা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) কেবলমাত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে আদেশের মাধ্যমে স্থিরকৃত পণ্য তালিকা অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স বহির্ভূত পণ্য সামগ্রী আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে।

(ঙ) জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ইপিজেড এলাকাতে আমদানি করা যাবে না। তবে এরূপ পণ্য সংরক্ষণের বিশেষ সুব্যবস্থা থাকলে অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকলে এরূপ পণ্য ইপিজেড এলাকার অভ্যন্ড়রে প্রবেশে বাধা দেয়া যাবে না।

৮। **স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা ইহতে পণ্য ইপিজেড এলাকায় প্রবেশ** ।-

(ক) বহিঃ বাংলাদেশে কোন পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে যে সকল বিধি বিধান বলবৎ রয়েছে, স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা হতে ইপিজেড এলাকায় পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

(খ) স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা অথবা অন্য কোন ইপিজেড হতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারী সংশিণ্টষ্ট ইপিজেড যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, সে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পণ্য ও শুল্কায়ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

(গ) ট্যারিফ এলাকা হতে রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি অথবা শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পনের যে সুবিধা বলবৎ রয়েছে ইপিজেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) যে সকল রপ্তানিতব্য পণ্য শুল্ক রেয়াত প্রাপ্ত অথবা মূল্য সংযোজন কর বা অন্য কোন করের আওতামুক্ত, সেই সকল পণ্য আইন ও বিধির যথাযথ পরিপালন সাপেক্ষে উক্তরূপ সুবিধাদি প্রাপ্য হবে।

৯। **ইপিজেড এলাকা হইতে পণ্য রপ্তানিকরণ** ।-

(ক) আইন ও সংশিণ্টষ্ট বিধির আলোকে প্রতিটি পণ্য চালান ইপিজেড এলাকা হতে রপ্তানির জন্য পণ্যের যাবতীয় বর্ণনা ও দলিলাদিসহ চালান ভিত্তিক পৃথক বিল অব এক্সপোর্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) ইপিজেড এলাকা হতে রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্য ইপিজেড গেইটে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অপসারণ হওয়ার পর পণ্যের পরীক্ষণ ও শুল্কায়নের জন্য রপ্তানিকারক কর্তৃক নির্ধারিত কাস্টম হাউস, কাস্টমস্ স্টেশন বা প্রাইভেট আইসিডিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

১০। **পূনঃ রপ্তানি, রপ্তানি কাম আমদানি বা শিপব্যাক (Ship Back)** ।-

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল পূনঃ আমদানি বা রপ্তানি কাম আমদানি বা শিপ ব্যাক (Ship Back) এর ক্ষেত্রে বন্ডার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশিণ্টষ্ট ইপিজেডের বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে এবং আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

i) আমদানি সংশিণ্টষ্ট দলিলাদি যেমন বিল অব এন্ট্রি, এলসি, আইপি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিল অব ল্যাডিং ;

ii) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান (যে প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য প্রেরণ করা হবে) এর সম্মতিপত্র;

iii) বেপজা'র সুপারিশ পত্র;

iv) লিয়েন ব্যাংক এর অনাপত্তি পত্র;

v) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দায়-দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারনামা।

আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রেরিতব্য পণ্য পরীক্ষার জন্য একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিবেন। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশিণ্টষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে শিপ ব্যাক বা রপ্তানি কাম আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে। রপ্তানি শীপ ব্যাক এর ক্ষেত্রে শীপ ব্যাক সম্পন্নের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে Shipped on Board এর কপি বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

১১। **বিশেষ নিবারণী তৎপরতা** ।-

ইপিজেড এ অবস্থিত যে কোন শিল্প কারখানায় নিবারণী তৎপরতা চালানোর পূর্বে কমিশনার অথবা কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইপিজেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার অথবা সংশিণ্টষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা এর নিকট হতে মৌখিক পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। সহকারী কমিশনারের নিম্নে এমন কোন কর্মকর্তা পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিবারণ কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া সহকারী কমিশনারের নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন এমন কোন কর্মকর্তা বিভাগীয় কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কারখানা পরিদর্শন কিংবা রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন না।

১২। **বার্ষিক নিরীক্ষা** ।-

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭(খ) অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর তারিখহতে ০১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পর ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিরীক্ষার সমুদয় কাগজপত্র ও দলিলাদি কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেটে উপস্থাপন বাধ্যতামূলক। এটি পরিপালনে ব্যর্থ হলে লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরীক্ষার জন্য কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর ইপিজেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন পূর্বক সংশিণ্টষ্ট ইপিজেড এর বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ করবেন।

খ) নিরীক্ষক কর্তৃক কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর নথি নং- ৫(১৩)১৯৮/কাস-বন্ড/অডিট/০৯/১৬১১৫, তারিখ: ১২.১১.২০১২ ও সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশাবলীর আলোকে নিরীক্ষা সম্পন্ন করে নির্ধারিত ফরমেটে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

গ) নিরীক্ষা সংক্রান্ড় কাগজপত্র যাচাইকালে অধিকতর তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হলে অথবা দাখিলকৃত দলিলাদি অসম্পূর্ণ থাকলে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

ঘ) নিরীক্ষার জন্য মনোনীত নিরীক্ষকের কাজ সংশিণ্টষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা যৌথভাবে তদারক করবেন।

ঙ) দলিলাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং ইপিজেড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে নিরীক্ষা প্রতিবেদন অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। গার্মেন্টস সংশিণ্টষ্ট নিরীক্ষা অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ড় হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ড় হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ভিন্নতর কোন কার্যক্রম/সুপারিশ/প্রস্ড়াব থাকলে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষার জন্য কাগজপত্র ও দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের একটি তথ্যপত্র (Information Sheet) সংশি- ষ্ট বিভাগ হতে ইপিজেড (সদর) শাখার মাধ্যমে কমিশনার এর নিকট আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনিয়ম প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

১৩। **মেশিনারীজের সাময়িক সংযোজন ঃ**

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তার প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশক্রমে কমিশনার এর অনুমোদনের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে মেশিনারীজ সংযোজন করা যাবে। তবে মেশিনারীজ প্রতিস্থাপনের পর পুনরায় তদন্ড় করে প্রতিবেদন দিতে হবে এবং প্রযোজ্য মুল্য সংযোজন কর বা অন্য কোন কর (যদি থাকে) নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। সাময়িক সংযোজনকালে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

i) মেশিন সাময়িক সংযোজিত হওয়ার কারণ উলেণ্টখ পূর্বক বিস্ড়ারিত বিবরণ সম্বলিত আবেদনপত্র ;

ii) মেশিন স্থানান্ড়র বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা ; (চুক্তিনামায় সার্ভিস চার্জ এর কারণ উলেণ্টখ থাকতে হবে)।

iii) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত মেশিনারীজের আমদানি/ক্রয় সংক্রান্ড় দলিলাদি যথাঃ বি/ই, এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান, মূসক চালান-১১ এর কপি ;

iv) মেশিনারীজ স্থাপনের ঘোষণা পত্র ;

v) মেশিনারীজের ক্যাটালগ ;

vi) স্থানান্ড়রকালে মেশিনের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব মেশিন গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহনের যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা ;

১৪। **পুরাতন মেশিনারীজ নিষ্পত্তি ঃ**

দি কাস্টমস্ অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৯৫ অনুযায়ী কমিশনার অব কাস্টমস্ মালামালের (পুরাতন মেশিনারিজ, ত্রুটিযুক্ত পণ্য) মূল্য নির্ধারণ করবেন। ডিইপিজেড-পূর্ব বিভাগ, ডিইপিজেড-পশ্চিম বিভাগ ও আদমজী ইপিজেড বিভাগে অবস্থিত শিল্পে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর পুরাতন হলে অথবা ব্যবহার অযোগ্য হয়ে স্ক্র্যাপে পরিণত হলে নিস্পত্তির জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে-

(ক) বেপজার অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে ;

(খ) পুরাতন যন্ত্রপাতি বা স্ক্র্যাপ যেভাবেই শুল্কায়ন হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই তার শুল্ক মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের প্রচলিত বিধি-বিধানঅনুযায়ী কমিশনারের অনুমোদনক্রমে মেশিনপত্রের আমদানী-মূল্যের অবচয়িত মূল্য হিসাবযোগ্য হবে;

(গ) অবচয়িত মূল্য হিসাবের জন্য বছরের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ছয় মাস বা তার বেশী সময়কে ১ বছর গণনা করা হবে এবং ছয় মাসের কম সময়কে গণনা করা হবে না; এবং

(ঘ) দেশের বাইরে থেকে শুল্ক এলাকায় আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/স্ক্র্যাপ শুল্কায়ন ও খালাসের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ হয় এ সকল ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতিতে পণ্য শুল্কায়ন ও খালাস হবে ।

১৫। **রপ্তানি অযোগ্য ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের ব্যবস্থাপনা** ।-

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি অযোগ্য ত্রুটিপূর্ণ পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেপজার প্রত্যয়ণ পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস অফিসার কর্তৃক শুল্কায়নের পর অনুমতি প্রদান করতে পারবেন । সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি পরিশোধের পর পণ্য অপসারণের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

১৬। **কমিশারিয়েট ব্যবস্থাপনা** ।-

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অভ্যন্ড়রে অবস্থিত বেপজা কমিশারিয়েট কর্তৃক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স এর আওতায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য, সিগারেট, লিকার এবং পানীয় দ্রব্য ইপিজেড এর ভিতরে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশী বিনিয়োগকারী ও তাদের বিদেশী কর্মকর্তা/কারিগর কর্তৃক বেপজা কমিশারিয়েট হতে প্রজ্ঞাপন নং-১০৪/২০০০/শুল্ক, তারিখ: ১৭.০৭.২০০০ এর আলোকে ক্রয় করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে এসআরও-৩৭৭-আইন/২০১৩/২৪৭১/কাস্টমস, তারিখ: ০৮.১২.২০১৩ এর আলোকে পণ্যের প্রাপ্যতাসীমা নির্ধারিত হবে।

এসআরও-৩৭৭-আইন/২০১৩/২৪৭১/কাস্টমস, তারিখ: ০৮.১২.২০১৩ অনুযায়ী প্রাপ্যতাসীমা নিম্নরূপঃ

Schedule

Particular of goods	Monthly entitlement of a privileged person or of each member of his or her family	Conditions of Import and Purchase
(1)	(2)	(3)
Articles of foodstuff medicine and other consumable stores	Upto a CIF value of [US$ 120.00]	The total value of goods either imported on duty-free basis or purchased from the diplomatic onded warehouse of Bangladesh Parjatan Corporation by a privileged person shall not exceed the value mentioned in column 2.
Alcoholic Beverage, Liquor and Tobacco.	Upto a CIF value of [US$ 200.00]	The total value of goods either imported on duty-free basis or purchased from any type of diplomatic bonded warehouse by a privileged person shall not exceed the value mentioned in column 2.

১৭। **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অনুপযোগী পণ্য ব্যবস্থাপনা** ।-

ক) যে সকল পণ্য আংশিকভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বর্জ্যে পরিনত হয়েছে কিন্তু যার বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে, এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির পর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরীক্ষা পূর্বক নিশ্চিত হওয়ার পর বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশনার বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক শুল্কায়ন মুল্য নির্ধারণ পূর্বক অপসারণ করা যাবে। এরূপ নিস্পত্তিকৃত পণ্যের প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

খ) যে সকল পণ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে এবং পূনঃ ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা নেই তা প্রতিষ্ঠানের আবেদন ও বেপজার অনাপত্তি পত্রের ভিত্তিতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বা উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে উৎপাদনস্থলের বাইরে মনোনীত অফিসার অব কাস্টমস্‌ের উপস্থিতিতে উক্তরূপ পণ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিনষ্ট করতে হবে; এরূপে ধ্বংসকৃত পণ্যের একটি ধ্বংস বা বিনষ্টকরণের প্রতিবেদন ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশিণ্টষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠান এ সংক্রান্ড় দলিলাদি আইনের বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ করবেন।

১৮। **নমুনা সরবরাহ** ।-

The Customs Act, 1969 এর Section 94(1)(E) এর বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বিশেষ প্রয়োজনে DTA (Domestic Tariff Area) এলাকায় সীমিত সংখ্যাক নমুনা নেয়া যাবে। নমুনা সংখ্যা বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। নমুনা বাইরে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উলেণ্টখপূর্বক পূর্বেই বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে। চূড়ান্ড় রপ্তানির সময় নমুনাকে সমন্বয় করতে হবে।

১৯। **জ্বালানী সরবরাহ** ।-

ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের জেনারেটরসহ অন্যান্য মেশিনারীজে ব্যবহৃত জ্বালানী যেমন ডিজেল, গ্যাস, পেট্রোল, অকটেন, লুবঅয়েল ইত্যাদি বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশিণ্টষ্ট রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য প্রযোজ্য শুল্ক করাদি পরিশোধের স্বপক্ষে প্রমানপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

২০। **মেশিনারীজ/যন্ত্রাংশ মেরামত** ।-

মেশিনারীজ বা যন্ত্রাংশের মেরামতকরণ শেষে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানে ফেরত আনার শর্তে প্রয়োজনীয় আমদানি দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে বিভাগীয় কর্মকর্তা মেশিনারীজ/যন্ত্রাংশ মেরামতের জন্য বাইরে নেয়ার অনুমোদন দিতে পারবেন। তবে আবেদনে ফেরত আনার নিদিষ্ট সময়সীমা উলেণ্টখ থাকতে হবে।

২১। **লিয়েন ব্যাংক সংযোজন** ।-

নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন করা যাবে।

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ;

ii) সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র ;

উলেণ্টখ্য, কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদিত লিয়েন ব্যাংক/শাখার সংখ্যা ০৩(তিন)টি অতিক্রম করবে না।

২২। **লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন** ।-

নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন করা যাবে।

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ;

ii) বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংক অথবা শাখা ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র ।

iii) সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের সিআইবি এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তি পত্র ।

২৩। **লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন** ।-

ব্যাংক ও শাখার নাম উলেণ্ঢখ পূর্বক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর যাচাই সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন করা যাবে।

২৪। **মালিকানা পরিবর্তন** ।-

নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন করতে হবে । দলিলাদি যাচাই করে মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে।

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ;

ii) মালিকানা পরিবর্তন বিষয়ে কোম্পানীর বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ড়;

iii) বেপজা অনুমোদিত পরিবর্তিত মালিকানা কাঠামো ;

iv) জয়েন্ট স্টক কোম্পানী অনুমোদিত ফরম-XII ও ১১৭ ;

v) যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারীকৃত নতুন মালিকগণের নাম, পিতার নাম, পদবী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, ছবি, পূর্বের এবং পরবর্তীকালে উদ্ভুত দায়-দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা ;

vi) নতুন আগত পরিচালকদের জাতীয়তা সনদপত্র অথবা পাসপোর্টের কপি ;

vii ছ) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র ও ব্যাংক কর্তৃক নতুন মালিকদের বন্ড সম্পাদনের সক্ষমতার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র ;

viii) নতুন মালিকগণ কর্তৃক ২০০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ০৩(তিন) কোটি টাকার জেনারেল বন্ড (ধারা ৮৬ অনুযায়ী) এবং ;

ix) মেয়াদ থাকলে জেনারেল বন্ডের প্রতিস্থাপন, মেয়াদ না থাকলে নতুন জেনারেল বন্ড ইস্যুকরণ।

২৫। **কারখানা স্থানান্ড়র** ।-

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ; ii) কারখানা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি ; iii) লে-আউট-প- ্যান এবং কারখানার অনুমোদিত নীল নকশা ; iv) ট্রেড লাইসেন্স ; v) বেপজার অনুমতি পত্র ; vi) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র এবং vii) কারখানা স্থানান্ড়রকালে মেশিনারীজ, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্ব বন্ডার বহন করবেন এই মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা ;

সম্বলিত দলিলাদিসহ আবেদন পাওয়ার ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারখানা সাময়িক স্থানান্ড়রের অনুমোদন দেওয়া হবে। সাময়িক স্থানান্ড়র অনুমোদন প্রাপ্তির পরবর্তী ০২(দুই) মাসের মধ্যে কারখানা চুড়ান্ড় স্থানান্ড়র পূর্বক নিম্নোক্ত দলিলাদিসহ আবেদন করে চুড়ান্ড় স্থানান্ড়রের অনুমোদন নিতে হবে।

i) নতুন ঠিকানা সংবলিত ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের কপি ;

ii) নতুন ঠিকানা সংবলিত বেপজার অনুমতি পত্র ;

iii) নতুন ঠিকানা সংবলিত আইআরসি ও ইআরসির কপি ;

iv) নতুন ঠিকানা সংবলিত আয়কর সনদপত্রের কপি ;

v) নতুন ঠিকানায় ফায়ার লাইসেন্সের কপি এবং ;

vi) নতুন ঠিকানায় বিদ্যুৎ অথবা জেনারেটরের সংযোগ সংক্রান্ড় প্রত্যয়নপত্র ;

উলিণ্ঢখিত দলিলাদি দাখিলের পর সংশিণ্ঢষ্ট বন্ড অফিসার প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক একটি প্রতিবেদন দিবেন। প্রতিবেদনে দলিলাদি এবং স্থাপনা যথাযথ থাকলে চুড়ান্ড় স্থানান্ড়রের অনুমোদন দেয়া হবে।

২৬। **কারখানা সম্প্রসারন**।-

i) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন ; ii) সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা প্রণীত সংশোধিত নীলনকশা ; iii) কারখানা ভবনের চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিলের কপি ; iv) বেপজার সুপারিশ সম্বলিত দলিলাদিসহ ; আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশিণ্ঢষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক

ক্ষমতা প্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার সরেজমিন যাচাইয়ে কারখানা ভবন সঠিক পাওয়া গেলে সেই মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া হবে।

২৭। **কার্যক্রম সম্পাদনে শুল্ক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অর্পণ ও সুনির্দিষ্ট করণ** ।-

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার অধিনস্থ ইপিজেড শুল্ক কর্তৃপক্ষের বন্ড সংক্রান্ড় কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত কার্যাবলী তার পার্শ্বে উলিণ্ঢখিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক চূড়ান্ড় নিষ্পত্তি হবে ঃ

ক্র/নং	কার্যক্রম	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১.	বন্ড লাইসেন্স প্রদান	কমিশনার
২.	বন্ড লাইসেন্স নবায়ন	কমিশনার
৩.	মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ডের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	কমিশনার
৪.	দাবীনামা সমন্বয়/বকেয়া রাজস্বের কিস্ড়ি নির্ধারণ	কমিশনার
৫.	শুল্ক-কর পরিশোধ কিংবা ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির প্রত্যয়নপত্র অনুমোদন	কমিশনার
৬.	বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলের জন্য কারণ দর্শাও নোটিশ জারী	কমিশনার
৭.	বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলকরণ	কমিশনার
৮.	বন্ড লাইসেন্সে কাঁচামাল সংযোজন/বিয়োজন	কমিশনার
৯.	মালিকানা হস্ড়ান্ড়র, পরিবর্তনের হস্ড়ান্ড়র, পরিবর্তন সংক্রান্ড় অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশি- ষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১০.	কারখানা স্থানান্ড়র, পরিবর্তন, সম্প্রসারণ এবং হস্ড়ান্ড়র, পরিবর্তন, সম্প্রসারণ সংক্রান্ড় অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	সংশি- ষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১১.	অডিট কর্মকর্তা নিয়োগ	সংশি- ষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার
১২.	বন্ড প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট অনুমোদন	গার্মেন্টস সংশিণ্ঢষ্ট নিরীক্ষা অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ড় হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ড় হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ভিন্নতর কোন কার্যক্রম/সুপারিশ/প্রস্ড়াব থাকলে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে
১৩.	অডিট সংক্রান্ড় অনিয়মের ন্যায় নির্নয়ন	সংশি- ষ্ট ন্যায় নির্নয়নকারী কর্মকর্তা
১৪.	আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন/বৃদ্ধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কমিশনার
১৫.	বন্ড সংক্রান্ড় বিভিন্ন অনিয়মের ক্ষেত্রে তদন্ড় কর্মকর্তা নিয়োগ	কমিশনার
১৬.	আমদানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তির অনুমোদন ও প্রত্যয়ন পত্র ইস্যুকরণ	সংশি- ষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার অনুমোদন দিবেন, ডেপুটি/সহকারী কমিশনার প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করবেন
১৭.	কাঁচামালের অস্থায়ী/স্থায়ী আন্ড়ঃ বন্ড স্থানান্ড়র	সংশি- ষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা
১৮.	লিয়েন ব্যাংক সংযোজন/পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ড় অনিয়মের ন্যায় নির্ণয়ন	ইপিজেড (সদর) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী কমিশনার

ক্র/নং	কার্যক্রম	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১৯.	জেনারেল বন্ড গ্রহণ	ইপিজেড (সদর) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী কমিশনার
২০.	শুল্ক ফাঁকি, আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি ও অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ড় মামলার নিস্পত্তি	কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৭৯ অনুযায়ী অনিয়ম সংশিণ্টষ্ট পণ্যের মূল্য অনুসারে সংশিণ্টষ্ট ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা
২১.	বন্ডিং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের উপর দাবীনামা জারী	কমিশনার
২২.	ডেডো কর্তৃক সহগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রস্ড়াব/সুপারিশ প্রেরণ	সংশি- ষ্ট সহকারী কমিশনার
২৩.	অংশ নথি খোলার অনুমোদন	সংশি- ষ্ট সহকারী কমিশনার
২৪.	উপ/সহকারী কমিশনার/রাজস্ব কর্মকর্তা	কমিশনার (বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে)
২৫.	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী ও কনটিনজেন্ট কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর	সংশি- ষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা

২৮। এ আদেশে যে সকল বিষয় উলেণ্টখ নেই সে সকল বিষয় এ দপ্তরের স্থায়ী আদেশ ০১/২০০৯, তারিখ: ১৩.১০.২০০৯ এবং বিভিন্ন সময়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/আদেশ দ্বারা পরিচালিত হবে।

২৯। এ আদেশের কোন বিষয় দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ও এর অধীনে প্রণীত বিধি-বিধান এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলে এ্যাক্টের বিধান, সংশিণ্টষ্ট বিধি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর হবে।

৩০। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন ২১৯বি এর ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারী করা হলো।

৩১। এ আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সাঃ/-

তাঃ ১৯/০৮/২০১৪ ইং

[ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)
ফোন ৯৩৪৭০০০

নথি নং- ৫(১৩)০২/কাস-বন্ড/ইপিজেড সদর/পলিসি/২০১৪/১৪৫৯০ (১-১৪) তাং-২৮/০৮/২০১৪ ইং

স্থায়ী আদেশ নং- ০১/২০১৪ তারিখ: ২৮ ০৮.২০১৪

অনুলিপি ঃ

১) সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২-৩) কমিশনার, কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম/মংলা ।
৪-৫) কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী/রংপুর।
৬-৭) কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৮-৯) জেনারেল ম্যানেজার, বেপজা, ডিইপিজেড, ঢাকা /আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ ।
১০) দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১১) বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকল), কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
১২) প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ইনভেস্টরস্ এসোসিয়েশন, ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা।
১৩-১৪) প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী, সিএন্ড এফ এজেন্ট এসোসিয়েশন, ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা/আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ।

সাঃ/-

তাঃ ১৯/০৮/২০১৪ ইং

[একেএম নুরুল হুদা আজাদ]
যুগ্ম কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে